রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ২৮, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ আষাঢ়, ১৪৩৩ মোতাবেক ২৮ জুন, ২০২৬

নিম্নলিখিত বিলটি ১৪ আষাঢ়, ১৪৩৩ মোতাবেক ২৮ জুন, ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১০০/২০২৬

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা সেবা, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুনাফাভিত্তিক (for-profit) বা অ-মুনাফাভিত্তিক (not-for-profit) কোম্পানী বা সংগঠন গঠন এবং কোম্পানী বা সংগঠনের শেয়ার অর্জন ও ধারণের বিধান করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য : টাকা ৪.০০

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯৮ সনের ১ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (ঙ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙঙ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঙঙ) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো কোম্পানী;"।

৩। **১৯৯৮ সনের ১ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর দফা (ণ) এর প্রান্তঃস্থিত দাড়ি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ত) ও (থ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ত) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসাবে চিকিৎসা সেবার পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন মুনাফাভিত্তিক (for-profit) বা অ-মুনাফাভিত্তিক (not-for-profit) কোম্পানী গঠন করা অথবা অন্য কোনো আইনের অধীন দাতব্য কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে কোনো সংগঠন গঠন করা; এবং অনুরূপ কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত আয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যয় করা;

(থ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে যে কোনো কোম্পানীর শেয়ার অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর করা;" ।

৪। **১৯৯৮ সনের ১ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (প) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (পপ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(পপ) ধারা ৬ এর দফা (ত) ও (থ) এর অধীন কোম্পানী গঠন, শেয়ার অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর, পরিচালনা পর্ষদে প্রতিনিধি মনোনয়ন সংক্রান্ত পদ্ধতি ও শর্তাবলি নির্ধারণ;"।

৫। **১৯৯৮ সনের ১ নং আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ছছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃক গঠিত বা যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় শেয়ার ধারণ করে এইরূপ কোম্পানী হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ, ইজারা বা লাইসেন্স ফি এবং অন্য কোনো আয়;"।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১ নম্বর আইন) এর মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও সেবার মান এবং সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল হিসেবে 'বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল' স্থাপন করা হয়। হাসপাতালটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলেও চিকিৎসকসহ অন্যান্য সহায়ক জনবল নিয়োগ না হওয়ায় এবং পরিচালনার পদ্ধতি সুস্পষ্ট না হওয়ায় হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। এই হাসপাতালটি চালু করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট পরিচালনা পদ্ধতি ও জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন বিধায় বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় উক্ত হাসপাতালকে 'কোম্পানী আইন, ১৯৯৪'-এর অধীনে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুনাফাভিত্তিক (for-profit) বা অ-মুনাফাভিত্তিক (not-for-profit) কোম্পানী বা সংগঠন গঠন এবং কোম্পানী বা সংগঠনের শেয়ার অর্জন ও ধারণের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরূপ কোম্পানী বা সংগঠন গঠন এবং কোম্পানীর শেয়ার অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের সুস্পষ্ট ক্ষমতা প্রদান করে প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ অধিকতর সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করার নিমিত্ত বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর সংশোধন প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও উচ্চতর চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। অনুরূপ ব্যবস্থা দেশী ও বিদেশী খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, শিক্ষক ও গবেষকগণের চুক্তিভিত্তিক সম্পৃক্ততার সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি, জ্ঞান ও দক্ষতার কার্যকর আদান-প্রদান নিশ্চিত করবে। ফলশ্রুতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেসিডেন্সি, ফেলোশিপ ও অন্যান্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অধিকতর সমৃদ্ধ হবে, শিক্ষার্থীগণ উন্নততর ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবে এবং আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ চিকিৎসক, গবেষক ও স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবী তৈরির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এতদ্ব্যতীত, অনুরূপ কার্যক্রম হতে অর্জিত আয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে পুনঃবিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করবে, যাহা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক একাডেমিক উৎকর্ষ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এতদ্ব্যতীত, অনুরূপ কোম্পানী গঠন ও পরিচালনার বিষয়ে সিন্ডিকেটের ক্ষমতা, সংবিধি প্রণয়নের পরিধি, বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে অনুরূপ কোম্পানী হতে প্রাপ্ত আয় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল হতে কোম্পানীতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি আইনে সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই বিলটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হল।

সরদার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd